মাআরেফে মছনবী

মূল

সিলসিলায়ে চিশতিয়া কাদেরিয়া নকশবন্দিয়া সোহারওয়ার্দিয়ার বিশ্ববিখ্যাত বুযুর্গ
শায়খুল-আরব অল-আজম আরেফবিল্লাহ

হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব রহ.

তরজমা

হযরত মাওলানা আবদুল মজীদ ঢাকুবী (রহ.)

প্রাক্তন মুহাদ্দিস জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ, ঢাকা

হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯১৪-৭৩৫৬১৫, ০১৭৪৪২২৬৫৩৫

সূচীপত্র

বিষয় — পৃষ্ঠা

* হযরত জাফর তাইয়ারের কাহিনী ১৩
* সুলতান মাহমূদ গযনবী (র.)-এর কাহিনী ১৬
* মুখোশধারী আশেক বুযুর্গের কাহিনী ২৩
* সুলতান ইবরাহীম এবনে আদহামের কাহিনী ৩২
* বেহালাবাদক বৃদ্ধের কাহিনী ৫২
* মেষপালক এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর কাহিনী ৫৮
* হযরত লোকমান (আঃ)-এর কাহিনী ৬২
* জনৈক পাহাড়ী দরবেশের কাহিনী ৭২
* হযরত বেলাল (রাঃ)-এর কাহিনী ৭৬
* সুলতান মাহমূদ ও ইয়াযের কাহিনী ৮৪
* হযরত যুন্নুন মিসরীর কাহিনী ৮৮
* এশকে-মাজাযীর চিকিৎসার কাহিনী ৯২
* হযরত শাহ আবুল হাসান খারকানী (রঃ)-এর কাহিনী ৯৭
* হযরত জালালুদ্দীন রূমীর কাহিনী ১০৪
* হযরত ওমর ফারূক (রা.) এবং রোমের রাষ্ট্রদূতের কাহিনী ১২২
* হযরত সুলায়মান (আ.)-এর রাজমুকুটের কাহিনী ১২৪
* এক ব্যক্তির মুখ বাঁকা হওয়ার কাহিনী ১২৫
* রাতের প্রদীপ এবং পানিগাভী ১২৭
* হযরত মূসা (আ.)-এর ধৈর্য-সহ্যের কাহিনী ১৩০
* হযরত ছফুরা (আ.)-এর কাহিনী ১৩২
* একটি ইঁদুর ও ভেক-এর বন্ধুত্বের কাহিনী ১৩৪
* কাহিনীর দিকে প্রত্যাবর্তন ১৩৭
* কাহিনীর দিকে প্রত্যাবর্তন ১৩৯
* কাহিনীর দিকে প্রত্যাবর্তন ১৪১
* তোতা ও দোকানীর কাহিনী ১৪৪
* নমরূদের অকৃজ্ঞতার কাহিনী ১৪৭
* হযরত লোকমান (আ.)-এর হেকমত ১৫০

বিষয় পৃষ্ঠা

* আহ্ মকবূল হওয়ার ঘটনা ১৫১
* হাতীর তথ্য অনুসন্ধানে মতভেদ ১৫৩
* একটি মাছির অলীক কল্পনা ১৫৫
* এক চামড়া শ্রমিক এবং উহার চিকিৎসা ১৫৬
* যাদু মন্ত্রমুগ্ধ রাজপূত্রের কাহিনী ১৫৮
* হযরত আলী (রা.)-এর এখলাছের ঘটনা ১৬১
* সওদাগর ও পিঞ্জিরাবদ্ধ তোতার কাহিনী ১৬৩
* রূমী ও চীনাদের শিল্প কারুকার্যের কাহিনী ১৬৬
* হযরত নাছুহর সাচ্চা তওবার কাহিনী ১৬৮
* হযরত আলী (রা.)-এর সাথে জনৈক দ্বীন অস্বীকারী ইয়াহুদীর কথন ১৭৩
* ইবলীসের সাথে হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর কথোপকথন ১৭৫
* আরবী ব্যাকরণবিদ এবং নাবিকের কেচ্ছা ১৭৭
* জনৈক ফিলসফীর কোরআন মজীদের আয়াত অস্বীকারের ঘটনা ১৭৮
* হাকীম জালীনূসের ঘটনা ১৮০
* নবীজীর রুগী দেখার ঘটনা ১৮২
* শাহী বাজ এবং বয়োবৃদ্ধা বুড়ীর কাহিনী ১৮৪
* শাহী বাজ পাখী এবং পেচকদের কাহিনী ১৮৬
* ময়ূর ও সুধী ব্যক্তির কাহিনী ১৮৭
* হযরত আনাছ এবনে মালেক (রা.)-এর ঘটনা ১৮৯
* হযরত ওমর (রা.)-এর যুগে এক চোরের কাহিনী ১৯০
* হযরত মূসা (আ.) এবং রুগী দেখার কাহিনী ১৯১
* আবে হায়াত বৃক্ষের বর্ণনা ১৯২
* জনৈক লোকের প্রতি হযরত আযরাঈলের দৃষ্টিপাত ১৯৪
* নদীর ধারে তৃষ্ণাতুরের উত্তম ব্যবস্থার কাহিনী ১৯৬
* অদ্যকার কাজ আগামী কালের জন্য রাখার পরিণাম ১৯৭
* ইঁদুর কর্তৃক উটের লাগাম ধরিয়ে টানা ১৯৭
* হস্তীশাবক হত্যার কাহিনী এবং উহার পরিণাম ২০২
* অন্যের দ্বারা দোআ করানোর ফযীলত ২০৪
* আমাদের আল্লাহ বলাই আল্লাহর পক্ষ হইতে প্রতিউত্তর ২০৫

বিষয় পৃষ্ঠা

* লায়লার গলির কুকুরকে মজনুর মহব্বত করা ২০৭
* লায়লা এবং বাগদাদ শহরের খলীফার কাহিনী ২০৮
* জনৈক মরুচারী ও মজনূর কাহিনী ২০৯
* তৌহীদ সম্পর্কে হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনী ২১০
* হযরত সুলায়মান (আ.)কর্তৃক বিলকিসকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান . ২১২
* হযরত মূসা (আ.)কর্তৃক ফেরআউনকে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা . ২১৬
* নিজ স্ত্রীর সাথে ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে ফেরআউনের পরামর্শ করা ২১৯
* মজনু এবং তাহার উটনীর কাহিনী ২২৫
* দিবালোকে এক ব্যক্তির প্রদীপ লইয়া ঘোরাফেরা করা ২২৬
* ঐ ক্রীতদাসের কাহিনী যে মসজিদ হইতে বাহিরে আসিতেছিল না ... ২২৯
* নির্বোধ লোক হইতে হযরত ঈসা (আ.)-এর দূরে পলায়ন ২৩১
* নবীজীর সাথে দুই মাসের শিশুর কথা বলা ২৩৩
* ঈগল পাখী কর্তৃক নবীজীর মোজা লইয়া যাওয়ার কাহিনী ২৩৫
* জনৈক বাদশাহ এবং তাহার প্রেমাস্পদ বাঁদীর কাহিনী ২৩৮
* আল্লাহপাকের দরবারে এক মহিলার ক্রন্দন ২৪২
* মাতার সম্মুখে তাহার শিশুকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা ২৪৩
* হযরত হুদ (আ.)-এর কওমকে বায়ু দ্বারা ধ্বংস করার কাহিনী ২৪৭
* হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নিকট একটি মশার ফরিয়াদ কাহিনী ২৪৮
* ক্রন্দনকারী খেজুরকাণ্ডের কাহিনী ২৫১
* পাথর টুকরার মো'জেযার কাহিনী ২৫৩
* কুকুরের উপর এক ব্যক্তির ক্রন্দনের কাহিনী ২৫৪
* হযরত ইয়ায এবং হিংসুকদের কাহিনী ২৫৬
* আত্মদর্শন খোদপছন্দী এবং অহংকার উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এবং উহার সংজ্ঞা ২৬১
* জবীর তথা অক্ষম বাঁদীর কাহিনী ২৬২
* এক ব্যক্তির পিঠে সিংহের ছবি অংকনের ঘটনা ২৬৪
* বাগদাদ শহরে শীতে আধমরা একটি অজগরের কাহিনী ২৬৭
* ওলীয়ে মুরশিদের অনুকরণের প্রতি আকর্ষিতকরণ ২৭০

সুলতান মাহমূদ গযনবী (র.)–এর কাহিনী

কোন এক রাত্রে হযরত সুলতান মাহমূদ গযনবী (র.) শাহী পোশাক খুলিয়া সাধারণ পোশাকে প্রজাবৃন্দের অবস্থা অবলোকনের জন্য একাকী ঘুরাফেরা করিতেছিলেন। হঠাৎ চোরের একটি দলকে দেখিতে পাইলেন যে, পরস্পর কিছু পরামর্শ করিতেছে। চোরের দল সুলতান মাহমূদকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে?

বাদশাহ বলিল, আমিও তোমাদের মতই একজন। তাহারা ভাবিল, ইনিও একজন চোর। কাজেই সঙ্গে করিয়া লইল। তারপর পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিল এবং পরামর্শ এই হইল যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মদক্ষতা ও চুরির কৌশল বর্ণনা করুক; যাহাতে ঐ কাজ তাহার উপর সোপর্দ করা যাইতে পারে।

একজন বলিল, বন্ধুগণ! আমি নিজ কর্ণে এমন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যে, কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া কি বলে আমি উহা বুঝিতে পারি। দ্বিতীয় চোর বলিল, রাতের আধারে আমি যাহাকে দেখি দিনের আলোকে নিঃসন্দেহে তাহাকে আমি চিনিতে পারি।

তৃতীয় চোর বলিল, আমার বাহুর বৈশিষ্ট্য এই যে, ঘরে প্রবেশ করার জন্য হাতের শক্তি দ্বারা দেয়াল ছিদ্র করিয়া দেই। চতুর্থ চোর বলিল, আমার নাসিকার বৈশিষ্ট্য এই যে, মাটি শুঁকিয়া বলিতে পারি যে, এস্থানে ধনভাণ্ডার রক্ষিত আছে কি-না। যেমন মজনু কোন লোকের বলা-কওয়া ব্যতীত মৃত্তিকা শুঁকিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল যে, এখানে লায়লার কবর।

ہمچو مجنوں بو کنم ہر خاک را خاک لیلی را بیابم بے خطا

মাটি শুঁকিয়া নির্ভুলভাবে লায়লার কবর বুঝিতে পারিব।

পঞ্চম ব্যক্তি বলিল, আমার পাঞ্জায় এত বিপুল পরিমাণ শক্তি আছে যে, অট্টালিকা যতই সুউচ্চ হউক না কেন আমি নিজ পাঞ্জার বলে ফাঁদ ঐ অট্টালিকার কাংগারুতে শক্তভাবে আটকাইয়া দেই এবং এরূপে অতি সহজে অট্টালিকায় প্রবেশ করি।

সকলে মিলিয়া বাদশাহকে জিজ্ঞাসা করিল, ওহে মিয়া! তোমার মধ্যে কি কোন কৌশল ও কর্মদক্ষতা আছে ; যাহা চুরির সহায়ক হইতে পারে ? বাদশাহ উত্তরে বলিল

مجرماں را چوں بجلاداں دہند
چوں بجنبد ریش من ایشاں رہند

আমার দাড়ির বৈশিষ্ট্য এই যে, ফাঁসিরযোগ্য দোষী ব্যক্তিগণকে যখন জল্লাদের হাতে সোপর্দ করা হয়, তখন আমার দাড়ি আলোড়িত হইলে সকলেই মুক্তি পাইয়া যায়। অর্থাৎ আমি যখন শাহী দয়াপরবশ হইয়া দাড়ি হেলাই তখন দোষী ব্যক্তিগণ তৎক্ষণাৎ খুনের শাস্তি হইতে মুক্তি পায়। ইহা শ্রবণ মাত্র চোরগণ বলিয়া উঠিল

قوم گفتندش کہ قطب ما توئی روز محشر ہا خلاص ما توئی

চোরের দল সমস্বরে বলিয়া উঠিল, ওহে আমাদের সর্দার! যেহেতু বিপদের দিনে আপনিই আমাদের উদ্ধারের উপায়। অর্থাৎ আমরা যদি ধরা পড়ি; তবে আপনার বদৌলতে মুক্তি পাইব। এজন্য এখন আমরা সকলেই নিশ্চিন্ত। কেননা, সকলের নিকট তো শুধু এমন গুণ আছে; যদ্দ্বারা শুধু চুরি সমাধা করা যায়। কিন্তু শাস্তির বিপদ হইতে মুক্তির উপায় কাহারো নিকট ছিল না। এই ত্রুটি বিদ্যমান ছিল; যাহা আপনার দ্বারা পূর্ণ হইল এবং শাস্তির আশংকাও নিঃশেষ হইল। অতএব এখন কাজ আরম্ভ করা চাই।

এই পরামর্শের পর সকলে বাদশাহ মাহমূদের অট্টালিকার দিকে রওয়ানা হইল এবং বাদশাহ নিজেও তাহাদের সঙ্গী হইল। পথিমধ্যে কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল। কুকুরের আওয়ায যে ব্যক্তি বুঝে সে বলিল, কুকুর বলিতেছে- তোমাদের সাথে বাদশাহও আছে। কিন্তু তাহার কথার প্রতি চোরের দল কর্ণপাত করিল না। কেননা, লোভ মানুষের বিবেক বুদ্ধিকে গোপন করিয়া দেয়।

صد حجاب از دل بسوئے دیدہ شد
چوں غرض آمد ہنر پوشیدہ شد

লোভ-লালসা উপস্থিত হইলে বিবেকবুদ্ধি লুপ্ত হয়। অন্তর হইতে শত শত আবরণ চোখের দিকে অগ্রসর হয়।

একজন মাটি শুঁকিয়া বলিল, শাহি ধনভাণ্ডার এখানে আছে। অন্য একজন ফাঁদ নিক্ষেপ করিয়া শাহী মহলে প্রবেশ করিল। ছিদ্রকারী ছিদ্র করিল এবং পরস্পর ধনভাণ্ডার বন্টন করিয়া লইল। আর তাড়াতাড়ি চুরির মাল গোপন করিয়া ফেলিল। বাদশাহ প্রত্যেকের চেহারা চিনিয়া লইল এবং প্রত্যেকের বাসস্থানের পথ স্মরণ রাখিল। তাহাদের থেকে আত্মগোপন করিয়া শাহী মহলের দিকে প্রত্যাবর্তন করিল।

বাদশাহ দিনের বেলা আদালতে বসিয়া রাত্রের সমস্ত ঘটনা বর্ণনাকরতঃ নির্দেশ দিলেন, সকলকে পাকড়াও করিয়া আন এবং মৃত্যুদণ্ড শুনাইয়া দাও। যখন তাহারা সকলে শৃংখলাবস্থায় দরবারে উপস্থিত হইল তখন রাজ দরবারের সম্মুখে সকলে ভয়ে থরথর করিয়া কাপিতে লাগিল। কিন্তু ঐ চোর ; যাহার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য ছিল যে, রাত্রির অন্ধকারে যাহাকে দেখিত; দিবালোকে তাহাকে চিনিতে পারিত, সে শান্ত ছিল। তাহার উপর ভয়-ভীতির সাথে সাথে আশার সঞ্চার